ঔষধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধির টাকা ও মোটরসাইকেল ছিনতাই

মেহেরপুরের গাংনীতে বোমা ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ঔষধ কোম্পানির দুই বিক্রয় প্রতিনিধি (রিপ্রেজেন্টেটিভ) এর কাছ থেকে নগদ টাকা ও মোটরসাইকেল ছিনতাই করেছে দূর্বৃত্তরা।

আজ শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে আটটার দিকে গাংনী উপজেলার করমদি- ভোমরদহ রাস্তার চোরপোতা ভিটাপাড়া নামক স্থানে এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় গোব ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি (ভেটোনারী) এর প্রমোশন অফিসার মাজেদুল ইসলাম (৩৫) ও ইথিক্যাল ড্রাগস কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি মিরাজ আলী (৩৮) গুরুতর আহত হয়েছেন।

আহত মাজেদুল ইসলাম নাটোর জেলার পাচুড়িয়া বাগতিপাড়ার সেকেন্দার আলীর ছেলে ও মিরাজ আলী কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলা শহরের বাসিন্দা।

আহত মাজেদুল ইসলাম জানান, সীমান্তবর্তী তেঁতুলবাড়িয়া, করমদি, পলাশীপাড়া এলাকা থেকে ঔষধ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা উত্তোলন করে মোটরসাইকেল যোগে গাংনী ফিরছিলেন। তেঁতুলবাড়িয়া থেকে ভোমরদহ রাস্তা দিয়ে চোরপোতা নামক স্থানে মাঠের মধ্যে পৌছালে ৬/৭ জনের একদল সশস্ত্র ছিনতাইকারী দল পথরোধ করে। মোটরসাইকেলের গতি কমানোর সাথে সাথে তারা মোটরসাইকেলের চাবি কেড়ে নিতে চাই। চাবি দিতে না চাওয়ায় প্রথমে তারা আমার হাতের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে। পরে হাতে একটি বোমা মারে। বোমা ও অস্ত্রের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে পকেটে থাকা ২০ হাজার টাকা ও একটি ১০০ সিসি ডিসকভার মোটরসাইকেল ছিনতাই করে পালিয়ে যায় দূর্বৃত্তরা।

পরে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনে পার্শ্ববর্তি ভোমরদহ গ্রামের লোকজন এসে আহতাবস্থায় আমাদের উদ্ধার করেন।

গার্ডিয়ান হেল্থকেয়ারের গাংনী প্রতিনিধি কামরুজ্জামান জানান, ঔষধ কোম্পানির এই দুই প্রতিনিধি তেঁতুলবাড়িয়া থেকে ঔষধের অর্ডার ও টাকা তুলে গাংনীতে ফিরছিলেন।

আহত মাজেদুল ইসলামকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সে ও মিরাজকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নেন।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক এমকে রেজা জানান, আহত মাজেদুল ইসলামের ডান হাতে বোমার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে এছাড়া বাম হাতে বোমার আঘাত ও ধারালো অস্ত্রের কোপে ক্ষত হয়েছে। আহত মাজেদুল ইসলামের অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশের একটি টিম অভিযান শুরু করেছে।

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে দোয়া অনুষ্ঠান

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত জাতির বীর শহীদদের স্মরণে এবং বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া’র রোগ মুক্তি কামনায় মেহেরপুরে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আমদহ ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ড রাইপুর যুবদল কর্তৃক আয়োজিত দোয়া অনুষ্ঠান। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রায়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মোঃ খালেকুজ্জামান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ্যাড. কামরুল হাসান।

এ ছাড়াও নূর মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের উপস্থাপনায় এসময় বাঁকা বিল্লাহ, মেহেদী হাসান, রকিবুল হাসান রিপন, হাবিবুর রহমান টুটুল, নাজমুল, জাহাঙ্গীর, রিপন সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত

ছিলেন।

মেহেরপুরের রাজনগরে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও বেগম জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ বিজয়ের একমাস পূর্তি, স্বৈরাচারী সরকার শেখ হাসিনার দমন পীড়নে নিহত শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর সদরের এআর বি কলেজ মাঠে রাজনগর গ্রামবাসীর আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আজ শুক্রবার বিকেলে বারাদি ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে দোয়া মাহফিল হয়।

উক্ত দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আরজুল্লাহ রহমান বাবলু মাস্টার, বিএনপি নেতা আব্দুল হামিদ লিপন মোল্লা, সেলিম মোল্লা, আলিহিম মেম্বার ও মাহফুজুর রহমান।

এসময় বক্তারা বলেন, স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতন ঘটাতে যেসকল ছাত্র জনতা আত্নহুতি দিয়েছে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। সেই সাথে আওয়ামী সরকার জনগণের প্রতি যে দমন-পীড়ন চালিয়েছেন বাক-স্বাধীনতা হরণ করে দেশে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিল সেখান থেকে মহান আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করেছেন। আমরা তাদের মতো করবো না, জনগণকে সঙ্গে নিয়েই আমরা আগামীর বাংলাদেশ গড়বো।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা শাহাবুদ্দিন, জমির মেম্বার, জাদু মিয়া, শফিকুল আযম, আফারুল ইসলাম ডাবলু, কামরুজ্জামান মুকুল

মেম্বার, নুরুল ইসলাম, লিটন আলী, হাবিবুর রহমান, রুহুল আমিন, শাহাবুদ্দিন, ইমদাদুল হক সহ বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জামায়াত নেতা জামাতুল ইসলাম।

সিএনজি ও বাস চালকদের দ্বন্দে মেহেরপুরে তিনদিন যাবৎ বাস চলাচল বন্ধ

মেহেরপুরে বাস ও কুষ্টিয়াতে সিএনজি চালকদের মধ্যেকার দ্বন্দে তিনদিন যাবৎ মেহেরপুর-কুষ্টিয়া এবং মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।

একই সাথে জনগুরুত্বপুর্ণ দুটি’ রুটে বাস বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে অটোরিকসা, পাখিভ্যান ও সিএনজিতে করে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করছেন যাত্রী সাধারণ।

তিনদিন যাবৎ বাস চলাচল বন্ধ থাকলেও জেলা প্রশসান থেকে নেয়া হয়নি কোন পদক্ষেপ।

বাস চালকরা বলছেন, চালকদের নিরাপত্তা ও মালিকদের কথামত বাস বন্ধ রাখা হয়েছে। মালিকদের দাবী নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে বাস বন্ধ রাখা হয়েছে। একটি সুষ্ঠ্য সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে জেলা প্রশাসন বলছেন, বিষয়টি কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার মধ্যেকার সমস্যা। সমাধানের চেষ্টা চলছে।

জানা গেছে, গত বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়ার মিরপুরে সিএনজিচালকদের বাসের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলার সকল রুটে লোকাল বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় মোটরশ্রমিক ইউনিয়ন। ওই দিন সন্ধা থেকে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ায় শুরু হয় যাত্রী দুর্ভোগ। তবে দূরপাল্লার বাস চলাচল স্বাভাবিক থাকায় দূরের যাত্রীরা স্বস্তিতে রয়েছেন।

শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে গন্তব্যে যাওয়ার জন্য অনেক যাত্রী মেহেরপুর শহরে গিয়ে বিপাকে পড়েন। জরুরী প্রয়োজনে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গাসহ আশপাশের জেলায় যাওয়ার জন্য তারা ছোট ছোট যানবাহনে চড়ছেন। এতে ভোগান্তির পাশাপাশি দ্বিগুণ খরচ বেড়েছে বলে জানান কয়েকজন যাত্রী।

আমঝুপি গ্রামের আব্দুর রহমান বলেন, আমার মেয়ে খুবই অসুস্থ্য। তাকে মেহেরপুর হাসাপালে চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। বাস না পেয়ে ৫০০ টাকায় সিএনজি ভাড়া করে কুষ্টিয়া জেতে হচ্ছে।

গাড়াডোব গ্রামের মনোয়ারা খাতুন বলেন, সকাল ৯টার সময় মেহেরপুর বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি বাস চলছেনা। চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার জন্য অটো রিকসা ভাড়া করতে হয়েছে। যেখানে বাসে চড়লে ১০০ টাকা খরচ হতো সেখানে খরচ হয়েছে ৪০০ টাকা।

বাস চালক আমিরুল ইসলাম ও এরশাদ আলী বলেন, রাস্তায় আমাদের নিরাপত্তা নেই। কুষ্টিয়াতে সিএনজি চালকরা আমাদের এক ড্রাইভারকে মারধর করে এবং বাসের গ্লা ভেঙ্গে দেয়। এর সুষ্ঠ্য বিচার না হয়া পর্যন্ত কোন ড্রাইভার বাস চালাবেনা।

মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান জানান, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সিএনজিচালকরা বাসচালকের মারধরের ঘটনায় বুধবার মেহেরপুর কুষ্টিয়া জেলার সব রুটে লোকাল বাস চলাচল বন্ধ ছিল। কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাস চলাচল শুরু হয়। তবে বৃহস্পতিবার বিকেলে মিরপুরে লোকাল বাসের চালকের ওপর হামলা ও বাসের গ্লাস ভাংচুর করে সিএনজিচালকরা। এর জের ধরে গতকাল সন্ধ্যা থেকে আবারও বাস চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আঞ্চলিক মহাসড়কগুলোতে সিএনজির (থ্রি হুইলার) দৌরাত্ম্য বাস চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। তাই সিএনজি চলাচল বন্ধ এবং হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে এ শ্রমিক ধর্মঘট ডাকা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান বলেন, মেহেরপুরের বাস চারকদের সাথে কুষ্টিায়া সিএনজি চারকদের মধ্যে একটি সমস্যা তৈরী হয়েছে। বিষয়টি খুব দ্রতই সমাধান হবে।

মেহেরপুরে ইসলামী আন্দোলনের গণসমাবেশ

ছাত্র-জনতার গণবিপ্লবে সংঘটিত গণহত্যার বিচার, দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার, অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও তাদেরকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা, সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী সমাজভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে এ গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য,মাওলানা মুফতি ইমরান হোসাইন।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মোঃ আক্কাস আলী মাস্টার, গাংনী থানা শাখার সভাপতি মোঃ ফয়সাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, মেহেরপুর জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মো আরিফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল গাফফার, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখা সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইব্রাহিম খলিল আবীরসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ‘শহীদি মার্চ’ পালিত

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের এক মাস পূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ‘শহীদি মার্চ’ পালিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মিছিলের মাধ্যমে এ ‘শহীদি মার্চ’ পালন করে জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

মিছিলটি শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এসময় নানা স্লোগান দিতে থাকে শিক্ষার্থীরা।

এ সময় তামিম, সিয়াম, জাঈম, শীতল, ফারদিন, কৌশিক, অয়ন, জাবির, আশিক, এস এম প্লাবন, জাইম আল হাসানসহ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শতভাগ বে-সামরিক অস্ত্র জমা

মেহেরপুরে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ৯৩টির মধ্যে ৭৩টি জমা পড়েছে। বাকি ২০ টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সামরিক ব্যক্তিদের। গত ৩ সেপ্টেম্বর রাত ১২ টা পর্যন্ত এসকল অস্ত্র জমা পড়ে। এর মধ্যে সদর থানায় ৩৯টি, গাংনী থানায় ২৯টি এবং মুজিবনগর থানায় ৫টি অস্ত্র জমা পড়েছে।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও অস্ত্রের লাইসেন্স রয়েছে মোট ৩০২ টি। ২০০৯ সালের জুন থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত নতুন করে বৈধ অস্ত্রধারী হয়েছেন ১১৪ জন। আগ্নেয়াস্ত্রের

লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা পালন না করেই রাজনৈতিক বিবেচনায় দেয়া হয়েছে লাইসেন্সগুলো। জানা গেছে নতুন বৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পেয়েছেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা, বিভিন্ন সময়ে মেহেরপুর জেলায় কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যাংক কর্মকর্তারা। এক্ষেত্রে বাদ যাননি বিএনপির নেতা ও জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, ২০০৯ সালের পর মেহেরপুর বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও অস্ত্রের লাইসেন্স রয়েছে ৩০২ টি। গত ১৫ বছরে লাইসেন্স পেয়েছেন ১১৪টি। এর মধ্যে এক নলা বন্দুক ১৪ টি, দুই নলা বন্দুক ২৭ টি, শর্টগান ২৬ টি, এনপিবি পিস্তল ১৫, পিস্তল ৩টি, ১২ বোর রাইফেল ১ টি ও ২২ বোর রাইফেল ২ টিসহ আরো কয়েক প্রকৃতির আগ্নেয়াস্ত্র। এছাড়াও কয়েকজন লাইসেন্স নিলেও অস্ত্র কিনেননি বলে জানা গেছে।

২০০৯ সাল থেকে মেহেরপুর জেলায় আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পেয়েছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার স্টেডিয়াম পাড়ার মেজর মোঃ আসাদুজ্জামান একটি এনপিবি পিস্তল , চাদপুর গ্রামের মোঃ আশরাফুল ইসলাম একটি ২ নলা বন্দুক, তেরঘরিয়া গ্রামের মোঃ আব্দুল আউয়াল ভদ্র একটি ২ নলা বন্দুক, নৌবাহিনীতে কর্মরত কাঁসারী পাড়ার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ফয়সাল মেহেদী একটি ১২ বোরের বন্দুক, সদ্য সাবেক কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা একটি ২ নলা বন্দুক ও একটি শটগান, রাজাপুর গ্রামের আব্দুল কুদ্দুস একটি ২ নলা বন্দুক, মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীনের ছেলে তানভীর আহমেদ খান রানা একটি এনপিবি পিস্তল, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা গ্রামের গনি উল আজম একটি পিস্তল, মেহেরপুরের সদ্য সাবেক পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন একটি শর্টগান ও একটি এনপিবি পিস্তল, ঝাউবাড়িয়া গ্রামের বায়েজিদ বিশ্বাস একটি ২ নলা বন্দুক, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন একটি শর্টগান ও একটি এনপিবি পিস্তল, গোপালপুর গ্রামের সামসুজ্জোহা ওরফে মোস্তফা কামাল একটি ২ নলা বন্দুক, আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ আব্দুস শুকুর ইমন একটি শটগান, পিরোজপুর গ্রামের হাবিবুর রহমান হাবিব একটি শটগান ও একটি এনপিবি পিস্তল, ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক অনুকূলে একটি শটগান, রাইপুরের আবু হেনা মো: মামুনুর রশিদ একটি ২ নলা বন্দুক, সুবিদপুর গ্রামের শাহানা খানম একটি ১ নলা বন্দুক, পিরোজপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস একটি পিস্তল, খোকসা

গ্রামের মোঃ মোস্তাক আহমেদ একটি শটগান, ফতেপুর গ্রামের মো: ফজলুল হক একটি ১ নলা বন্দুক, আশরাফপুর গ্রামের মোঃ জহিরুল ইসলাম ফিরোজ একটি ১ নলা বন্দুক, ফতেপুর গ্রামের মোঃ কবির উদ্দিন একটি শটগান, কালীগাংনী গ্রামের মাহিরুল ইসলাম একটি ১ নলা বন্দুক, আমঝুপি গ্রামের মোঃ জিয়াউর রহমান মুকুল একটি এনপিবি পিস্তল, পূবালী ব্যাংকের মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপকের একটি শটগান, আমদহ গ্রামের মোঃ বকুল হোসেন একটি শটগান, মেহেরপুর পৌর ২ নম্বর ওয়ার্ডের মো: সাবেদুদ্দোজা মতি একটি ১ নলা বন্দুক , শুভরাজপুর গ্রামের মো:মন্জুর রহমান বিশ্বাস একটি ১ নলা বন্দুক, উজলপুর গ্রামের বাবুল হাচান একটি শট গান, কুতুবপুর গ্রামের মোঃ ফয়সাল হোসেন একটি শট গান, কালাচাঁদপুর গ্রামের রঞ্জু আহমেদ একটি শটগান, ফতেপুর গ্রামের মোঃ মাহবুবুর রহমান একটি শট গান, সুবিদপুর গ্রামের মোঃ মাহফিজুর রহমান একটি অত্যাধুনিক ২২ বোরের রাইফেল, উজলপুর গ্রামের সিদ্দিকুর রহমান মোল্লা একটি শটগান, নতুন পোস্ট অফিস পাড়ার মো: শাহাজাহান কবির একটি শর্ট গান, উজলপুর গ্রামের হাফিজুর রহমান একটি শটগান, শোলমারী গ্রামের মোহাম্মদ সেলিম রেজা (সদ্য সাবেক কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান) একটি শটগান, জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস একটি ২ নলা বন্দুক , টুঙ্গী গ্রামের মো: জাহিদুল হক একটি ২ নলা বন্দুকের লাইসেন্স সহ মালিক বনেছেন। সদ্যসাবেক মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা: আব্দুস সালাম একটি পিস্তলের লাইসেন্স পেলেও তিনি অস্ত্র কেনেননি।

গাংনী উপজেলার, বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মমতাজ বেগম একটি ১ নলা বন্দুক, গাংনি পৌর শহরের আনারুল ইসলাম একটি শটগান, শিশির পাড়ার মোঃ মনিরুজ্জামান একটি ১ নলা বন্দুক, মানিকদিয়া গ্রামের মোঃ একরামুল হক একটি ১ নলা বন্দুক, বামুন্দির তরিকুল ইসলাম একটি ২ নলা বন্দুক, করমদি গ্রামের আবু সাঈদ মো: দেলোয়ার হোসেন একটি ১ নলা বন্দুক, বগুড়া সেনানিবাসে কর্মরত সেনা কর্মকর্তা ষোলটাকা গ্রামের ক্যাপ্টেন মোঃ জয়নুল আবেদীন একটি ২ নলা বন্দুক, রাধাগোবিন্দপুর গ্রামের মোঃ সোহরাব হোসেন একটি ২ নলা বন্দুক, বাদিয়াপাড়া গ্রামের মোঃ সেলিম মাহমুদ একটি ২বনলা বন্দুক, রামদেবপুর গ্রামের মোঃ মতিয়ার রহমান একটি ২ নলা বন্দুক, নওয়াপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ জিয়ারুল ইসলাম মুকুল ২ নলা বন্দুক, নওদাপাড়া গ্রামের মোঃ আব্দুল মতিন একটি ২ নলা বন্দুক, তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের মোঃ শরিফুল ইসলাম একটি ২ নলা বন্দুক, বিজিবিতে সার্জেন্ট পদে কর্মরত নিশিপুর গ্রামের মোঃ

আখতারুজ্জামান একটি শটগান, কামারখালী গ্রামের মোঃ রোকনুজ্জামান একটি ১ নলা বন্দুক, কাস্টদহ গ্রামের মোঃ জহুরুল ইসলাম একটি ২ নলা বন্দুক, হেমায়েতপুরের মোঃ নবিছদ্দিন একটি ১ নলা বন্দুক, গাংনী উত্তর পাড়ার মো: আশরাফুল ইসলাম একটি শটগান ও একটি এনপিবি পিস্তল, নিশিপুর গ্রামের মোছাঃ জেনিস ফারজানা তানিয়া একটি ১ নলা বন্দুক, সাহারবাটী গ্রামের মোঃ খালেদুজ্জামান একটি ২ নালা বন্দুক, চ্যাংগাড়া গ্রামের মোঃ বাহাউদ্দিন একটি ১ নলা বন্দুক, ছাতিয়ান গ্রামের মো: আমিরুল ইসলাম একটি শটগান, গাড়াবাড়িয়া গ্রামের মো: মনজুরুল ইসলাম একটি ২ নলা বন্দুক, মেহেরপুর ২ সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের একটি শর্টগান ও একটি পিস্তল, হেমায়েতপুর গ্রামের মোঃ মিজানুর রহমান একটি ১ নলা বন্দুক, চৌগাছার মোঃ আখতারুজ্জামান একটি ২ নলা বন্দুক, গাংনী ভিটা পাড়ার মোহাঃ রাশেদুল ইসলাম একটি ১ নলা বন্দুক, করমদি গ্রামের মো: মোশারফ হোসেন একটি শটগান, হিন্দা গ্রামের আব্দুর রহমান একটি ২ নালা বন্দুক, ও বিএনপি নেতা মোঃ আমজাদ হোসেন একটি এনপিবি পিস্তলের লাইসেন্স সহ বৈধ অস্ত্রধারী হয়েছেন।

মুজিবনগর উপজেলার, নাজিরাকোনা গ্রামের এম.এম সালাউদ্দিন একটি ১ নলা বন্দুক, কোমরপুর গ্রামের মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান একটি ২ নলা বন্দুক, এনএসআই কর্মকর্তা শিবপুর গ্রামের জিএম আলীমুদ্দিন একটি পিস্তল। সোনাপুর গ্রামের মোঃ হাফিজুর রহমান একটি ২ নলা বন্দুক, সদ্য সাবেক মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু একটি পিস্তল, গৌরীনগর গ্রামের মোঃ রুমনুজ্জামান একটি ২ নলা বন্দুকের লাইসেন্স অস্ত্রধারী হয়েছে।
সরকারি কর্মকর্তা, ব্যাংক কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরাও মেহেরপুর জেলা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পেয়েছেন এবং অস্ত্র কিনেছেন। মধ্যে রয়েছেন, ব্যবস্থাপক রূপালী ব্যাংক মেহেরপুর শাখার অনুকূলে ১টি শর্টগান, নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ফয়সাল মেহেদী একটি ১২ বোর বন্দুক, বগুড়ার ১৯ মিডি রেজিমেন্ট আর্টিলারির ক্যাপ্টেন মোঃ জয়নাল আবেদীন একটি ২ নলা বন্দুক, মেহেরপুরের সাবেক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বৈজয়ন্ত বিশ্বাস একটি এনপিবি পিস্তল, সাবেক পুলিশ সুপার মোঃ মোফাজ্জল হোসেন একটি শটগান, এনএসআই কর্মকর্তা জিএম আলীমুদ্দিন একটি পিস্তল, বিজিবি সদস্য সার্জেন্ট মোঃ আখতারুজ্জামান একটি শটগান, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাপক মেহেরপুরের অনুকূলে একটি শটগান, সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এনপিবি পিস্তল,

ব্যবস্থাপক পূবালী ব্যাংক মেহেরপুরে অনুকূলে একটি শটগান, সাবেক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ ছানাউল্লাহ একটি এনপিবি পিস্তল, মেহেরপুরের সাবেক চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মহিদুজ্জামান একটি এনপিবি পিস্তল, গাংনী থানার সাবেক ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার একটি এনটিভি পিস্তল, ঢাকা সেনানিবাস এর সার্জেন্ট এবিএম আলাউদ্দিন একটি শটগান, স্থানীয় সরকার বিভাগ মেহেরপুরের সাবেক উপ-পরিচালক মৃধা মোঃ আলাউদ্দিন একটি ২২ বোর রাইফেল, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড গাংনী শাখার ব্যবস্থাপক অনুকূলে একটি শটগান। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ পারভেজ হক একটি শটগানের লাইসেন্স পেলেও তিনি অস্ত্র কিনেন নি।

উল্লেখ্য, গত ২৫ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিগত ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি হতে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য প্রদত্ত সকল আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স (কর্মরত সামরিক-অসামরিক কর্মকর্তা ব্যতীত) স্থগিত করে। স্থগিতকৃত লাইসেন্সভুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ সমূহ আগামী ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লাইসেন্স গ্রহীতার সংশ্লিষ্ট থানায় অথবা বর্তমান বসবাসের ঠিকানার নিকটস্থ থানায় লাইসেন্স গ্রহীতাকে নিজে বা মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে জমা প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী লাইসেন্সধারীরা কেই নিজে কেই প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্ব স্ব থানায় জমা দেন।

মেহেরপুরে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে জেলা জামায়াতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক, জেলা সিভিল সার্জন, জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ও বিএডিসির ডিডি সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীরসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ।

আজ বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জেলা আমীরের নেতৃত্বে জেলা নেতৃবৃন্দ এ সৌজন্য সাক্ষাৎ

করেন।

সৌজন্য সাক্ষাতে জেলা জামায়াতের আমীর বলেন, অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সাধারণ জনগণের সরকারি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যেন কোন বিশেষ মহলের চাপ ছাড়ায় জনগনকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সেবা দিতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম, জেলা সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হোসাইন, জেলা সমাজকল্যাণ সেক্রেটারি মোঃ জারজিস হোসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, জেলা যুব বিভাগের সভাপতি কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার, জেলা শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি আল-আমিন ইসলাম বকুল ও জেলা ব্যবসায়ী বিভাগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে বাস চলাচল বন্ধ

সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক ও বাস শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।

আজ বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে বাস চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে এক বাসচালককে মারধর করে অটোরিকশাচালকরা ।

বাসচালকরা জানান, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আমাদের এক বাসচালককে মারধর করে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকরা সেই কারণে আজ বুধবার সকালে কয়েকটি যাত্রীবাহী বাস কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেলেও বিভিন্ন জায়গায় বাধা দেয় সিএনজিচালকরা। বিশেষ করে কুষ্টিয়ার মধ্যে খলিশাকুন্ডি পাড় হলে বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছেন সিএনজিচালকরা। নিরাপত্তা না থাকায় বাস চলাচল বন্ধ। রুট পারমিট ছাড়াই সিএনজিচালকরা সড়কে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। অথচ বাস চলাচল

করতে পারছে না। সড়কে নিরাপত্তা পেলেই বাস চলাচল শুরু হবে।

এ দিকে ভোগান্তিতে পড়া সাধারণ মানুষরা বলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে বাস চলাচল না করাতে আমরা জরুরি কাজ ও চিকিৎসার জন্য অনেকেই কুষ্টিয়া পৌঁছাতে পারছি না। এ ছাড়াও মেহেরপুর থেকে গাংনী, বামুন্দীতে অটো করে যেতে সময় লাগছে বেশি কারণ মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের চলমান কাজ শেষ না হওয়াতে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনমূলক অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল দশটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিআরটিএ লাইসেন্স পরীক্ষায় এই সচেতনমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় মেহেরপুর সদর ট্রাফিক টিআই ইসমাইল হোসেন বলেন আপনারা হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল চালানো যাবে না, দুজন ছাড়া মোটরসাইকেল চালানো যাবে না, ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া মোটরসাইকেল না চালানো, নসিমন,করিমন,লাটা হাম্বা,আলমসাধু দ্রুত গতিতে না চালানো বিষয়ে ছাত্রদের সচেতনমূলক বার্তা পৌছে দেন।

এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বিআরটিএ ইন্সপেক্টর জিয়ারুল ইসলাম।